উমরা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন। মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ। তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

হজের পরে আজ উমরা শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা একে বারাকাতে পরিপূর্ণ করুন। উমরা পালন করা সর্বোচ্চ ইবাদাতের মধ্যে একটি যেখানে মানুষ বাইতুল্লাহ এবং আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) - উভয়েরই যিয়ারাত করে।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "যে আমার কবর যিয়ারাত করে সে যেন আমার সাথে পৃথিবীতে জীবদ্দশায় সাক্ষাত করল।" সেই বারাকাতপূর্ণ স্থানসমূহ মানুষকে তাদের রুহানী বা আত্মার খাদ্যের জোগান দেয়। আর যেহেতু এটি মিলাদুন্নাবীর মাস, আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) এই মাসে উমরা পালনকারীদের আরও বেশী উপহার প্রদান করেন। যাদের দ্বারা সম্ভব তাদের সবারই উমরা করা উচিত।

কিছু মানুষ হজের পূর্বে উমরা করে থাকে। যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে এবং যারা হজের আগে উমরা করে, তাদের জন্য সেই বছরই হজ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি তাদের ভিসা বা অন্য কোন সীমাবদ্ধতা না থাকে। যদি তাদের সেই পরিমাণ সামর্থ্য না থাকে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উমরা কবুল করুন। কিন্তু যারা হজে যায়নি তাদের জন্য হজে যাওয়া থেকে উত্তম আর কি হতে পারে।

কিছু মানুষ (আল্লাহ্ উনাদের দীর্ঘ জীবন দান করুন) বলে থাকেন যে তারা মৃত্যু আসার পূর্বে একবার হলেও কাবা শারীফ এবং পবিত্র নাবী (সাঃ) এর রাওযা মুবারাক যিয়ারাত করবেই। তারা সেখানে যেতে চায় কারণ তারা সেই পবিত্র

স্থানসমূহ না দেখে মৃত্যুবরণ করতে চায় না। এই কারণেই উমরা সর্বোত্তম ইবাদাতের মধ্যে অন্যতম। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, দুটি উমরা একটি হজের মত। এটি একটি অত্যন্ত বারাকাতময় এবং বিশিষ্ট ইবাদাত।

যারা উমরা পালন করতে যায় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বারাকাত দান করুন। তারা যেন যেয়ে আবার খুশীমনে ফিরে আসতে পারে। তাদের কবুল দু'আ গুলোর উপকার যেন আমাদের কাছেও পৌছে। মুহাম্মাত (সাঃ) এর উম্মাত যেন বিজয় লাভ করে এবং মাহদী (আলাইহি সালাম) যেন শীঘ্রই আগমন করেন। আমাদের শেইখ এর হিম্মাত যেন সর্বদা আমাদের সাথে থাকে এবং উনার মাকাম যেন সমুচ্চ হয়।

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আর-রাব্বানী

১৭ ডিসেম্বার ২০১৫, আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।